বিতর্কের কেন্দ্র নাইপল ঃ নোবেল প্রাইজ কি "বাদামী সাহেব" বলে দেওয়া হয়েছে?

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক আফগান যুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিন শক্তি ও উত্তরের জোটের জয়ে, তালিবানের বিপর্যয়ে কে সব চেয়ে খুশি হয়েছে? বুশ ও ব্লেয়ার, নতুন আফগান রাষ্ট্রনায়ক হামিদ কারজাইয়ের পরেই বোধহয় এ বছরের নোবেল প্রাইজ পাওয়া বৃটিশ-ও য়েস্ট ইন্ডিয়ান, ভারতীয় বংশজাত সাহিত্যিক, বিদ্যাচরণ সূর্য্যপ্রসাদ নাইপল। তিনি প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ত ালিবানদের আদৌ পছন্দ করে না, এমন অনেকেও ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আফগানিস্থান আক্রমণ, অবিরাম বোমা বর্ষণ, বহু অ-সামরিক ব্যক্তির হতাহত হওয়া, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে এক দলকে (তারা যতই খারাপ হোক না কেন। বিপক্ষও কিছু সাধু সন্ত নয়) মসনদ থেকে টেনে নামিয়ে আর এক দলকে বসানো, ভাল চোখে দেখে নি। কিন্তু নাইপলের তেমন কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। তাঁর মতে এ যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ। একদিকে ধর্ম, অর্থাৎ ইসলাম। অন্য দিকে সভ্যতা। অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন, ধনতান্ত্রিক, খৃষ্টান সভ্যতা।

নাইপলকে কি এই জন্যই নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে? পশ্চিমের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও প্রাচ্য, বিশেষ করে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের জন্য? সেপ্টেম্বরের "কালো মঙ্গলবার" নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে যা ঘটেছিল, তার অল্প পরেই নাইপল নোবেল প্রাইজ পেলেন। ব্যাপারটা কি নিছক কাকতলীয়? অবশ্য এমন নয় যে এগারোই সেপ্টেম্বরের পর নোবেল প্র াইজ কমিটি সঙ্গে সঙ্গে স্থির করল, "এবার আমরা তালিবান ও আল কায়েদার বিদ্ধে লড়ব। লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে — অন্ততঃ যাদের নাম পশ্চিমের মানুষ জানে — নাইপল সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি ইসলাম বিরোধী। তাঁকে এখন নোবেল প্রাইজ দিলে আমাদের আসন্ন ক্রুসেড জোরদার হবে।" সিদ্ধান্ত এত চটজলদি নেওয়া হয় না। হতে পারে কমিটি আগেই এ ব্যাপারে মনস্থির করেছিল। অন্ততঃ নাইপলের কথা মাথায় রেখেছিল। তবে সাধারণ ভাবে ইসলাম বিরোধিতা আর নোবেল প্রাইজ দানের মধ্যে সম্পর্কের সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে "কালে া মঙ্গলবারে'র ট্রাজেডি (কারা এর জন্য দায়ী তা অবশ্য এখনো অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়নি) কোনো আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান, সোভিয়েট ব্লকের পতন, বিশ্বের অন্যত্র নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিগত এক দশকে একটি কথা প্রকট হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমা ধনতন্ত্রের দুশ' বছরের পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতন্ত্র, শ্রমিক আন্দোলন বা র‍্যা ডিকাল জাতীয়তাবাদ, বিলুপ্ত হয়েছে, নিদেন পক্ষে ঢের বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রধান শত্রু এখন যাকে ইসলামিক মৌলবাদ বলা হয়। যদিও কম্যুনিস্ট বিরোধী জেহাদের প্রয়োজনে মার্কিন সরকারই একদা ওই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে মদত দিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাইপলের ইসলাম বিদ্বেষ তাঁকে পশ্চিমা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 'এস্ট াবলিশমেন্টে'র প্রিয়পাত্র করতে বাধ্য।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে নাইপল একজন প্রতিভাহীন, ভাড়াটে লেখক। তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, সে কথা তাঁর শত্রুরাও — আর নানা কারণে তাঁর শত্রুর সংখ্যা নিতান্ত কম নয় — স্বীকার করবে। তবে তিনি প্রায় আজীবন বিতর্কের কেন্দ্র। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়তে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাছাড়া সারা বিশ্বে যখন বেশ কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক রয়েছেন, সেখানে পাল্লা ঝুঁকতে পারে রাজনৈতিক পক্ষপাতের দিকে। এমন অভিযোগ আগেও উঠেছে। শীতল যুদ্ধের কালে বলা হয়েছিল পাস্তারনাক বা সলঝেনিৎসিন পুরস্কার পেয়েছিলেন কম্যুনিস্ট বিরোধী শ লেখক হিসাবে। তাঁরা পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন বটে। কিন্তু নিছক যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার হয় নি।

নাইপলের পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে এ দেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। অনেকের মতে, একজন দেশোয়ালি ভাই নোবেল প্রাইজের মত সম্মান লাভ করেছেন, এটা আমাদের গৌরবের বিষয়। নাইপল অন্তত ভারতীয়দের পৌত্র বা প্রপৌত্র। নামেই তাঁর উৎসের প্রকাশ। অন্যদের বক্তব্য, নাইপলকে ভারতীয় বলতে গেলে ত' আফ্রো আমেরিকান লেখিকা টোনি মরিসনকে (তিনিও নোবেল পেয়েছেন আফ্রিকা থেকে। তার চেয়েও বড় কথা, পূর্বপুষদের দেশ সম্বন্ধে নাইপলের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা মমতা নেই। বরং তাঁকে দ্বিতীয় মিস মেয়ো বলা যায়। An Area of Darkness, A Wounded Civilization, India. A Million Mutinies Now — প্রমুখ, রচনা তার প্রমাণ। এ হেন নাইপলের ভারতীয়ত্ব তুলে ধরা, তাঁর গৌরবে অংশগ্রহণ করা হাস্যকর ও অবান্তর।

এ বিতর্কিত লেখকের — অনেকটা বিতর্ক তাঁর নিজেরই সৃষ্টি — পটভূমিকার দিকে নজর দেওয়া যাক। তাঁর এক পূর্বপুষ 'গিরমিটিয়া' কুলি হিসাবে সুদূর ত্রিনিদাদে গিয়েছিলেন। "গিরিমিটি" বলতে বোঝাত, "এগ্রিমেন্ট" বা চুক্তিতে আবদ্ধ শ্রমিক। একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে তার অবস্থা ছিল প্রায় দাসের মত। অবশ্য কেউ কেউ ক্রমে অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। নাইপল পরিবার এক ক্যারিবিয়ান-হিন্দু মিশ্র সমাজের অংশ হয়ে গেল, যে সমাজের চিত্র আমারা দেখি The Mystic Masseur A House for Mr. Biswas প্রমুখ উপন্যাসে। তণ বিদ্যাচরণ অবশ্য স্থির করেছিলেন, ত্রিনিদাদে চিরজীবন কাটাবেন না। তাঁর পূর্বপুষরা যেমন ভারত থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন, তেমনি নাইপলের লক্ষ্য ছিল এক বৃহত্তর দ্বীপ, ভারত ও ত্রিনিদাদ উভয়েরই পূর্বতন মালিক — বৃটেন। এক স্কলারশিপ লাভ করে তিনি অক্সফোর্ডে পড়তে গেলেন।

নিজের এই "আলমা মেটার" সম্বন্ধেও নাইপল খুব আবেগ-প্রবণ বা অনুগত নন। সেটা বোধ হয় তাঁর চরিত্রেই নেই। পরবর্তী কালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, অক্সফোর্ডের মত এক "মফঃস্বলী বিশ্ববিদ্যালয়ে" তাঁকে বছর তিনেক নষ্ট করতে হয়েছিল বলে। তবে বৃটিশ নাগরিক হওয়ার সিদ্ধান্তে তিনি অটল ছিলেন। বি. বি. সি.তে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি পেশাদার লেখকের জীবন বেছে নিলেন। গোড়া থেকেই তিনি বেশ সফল ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এ কথা মনে রাখতে হবে, নাইপলের "টার্গেট" ছিল ইংরেজ পাঠক আর তাঁর প্রথম দিকের রচনার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইদানিং অবশ্য পোস্ট কলোনিয়াল সাহিত্যের রমরমা চলছে। কেউ কেউ ত' অভিযোগ করেছেন, ইংরিজি কলম ধরা এশিয়া আফ্রিকার লেখকদের দাপটে খোদ "নেটিভ" ইংরেজ সাহিত্যিকরাই কোণঠাসা। কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, যখন নাইপল লেখালেখি শু করেছিলেন (তাঁর প্রথম বই, The Mystic Masseur প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে) অবস্থা অন্য রকম ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাইপলের সাফল্য বিশেষ ভাবে বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়।

তারপর নাইপল আর পেছন ফিরে তাকাননি। তাঁর রচনা যেমন বিচিত্র, তেমনি সমৃদ্ধ। উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, সবই আছে। আবার এমন রচনা, যাকে ঠিক কোনো বিশেষ ক্যাটেগরির মধ্যে ফেলা যায় না। তবে এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নাইপলের সাহিত্য বিচার নয়। তিনি কেন এবং কি নিয়ে এতখানি বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন, সেটাই আমরা দেখব। বিতর্কের নানা দিকও আছে।

এক অর্থে, মানুষ ও সাহিত্যিক হিসাবে, নাইপল ত্রিবেণী সঙ্গমের ফসল। তাঁর তিনটি উৎস বা উত্তরাধিকার; পূর্ব পুষদের ভারত, নিজের জন্মভূমি, কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত ত্রিনিদাদ, আর বেছে নেওয়া মাতৃভূমি, বৃটেন। যেখানে তাঁর জীবনের অধিকাংশ কেটেছে। তাছাড়া বহু দেশের অতিথি, ভ্রমণ রসিক নাইপল এক হিসাবে শ্বি নাগরিক। এই ব্যাপক, বহুমুখী অভিজ্ঞতার, জীবন বৈচিত্র্যের অন্য দিক কি মানসিক নির্বাসন, নিঃসঙ্গতা? তাঁর নায়ক শ্বাসের মত নাইপলও কি সারা জীবন নিজের বাড়ি খুঁজেছেন, তিন মহাদেশ জুড়ে? এমন কথা বলেছেন অনেকে। অন্য দিকে আইজাজ আহমেদ প্মুখ সম ালোচক স্বেচ্ছা নির্বাসিত মানুষদের সত্যিকারের নির্বাসিতদের মধ্যে স্থান দিতে নারাজ। একথা আহমেদ শদি সম্পর্কে বললেও নাইপল সম্বন্ধে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

যাইহোক, ঐতিহ্যের যে তিন ধারা নাইপল জন্মসূত্রে অথবা স্বেচ্ছায় আহরণ করেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী কি? বৃটেন এই বহিরাগতকে সব রকম সম্মান দিয়েছে, নাইটহুড থেকে শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী। (নাইপলের স্ত্রী ইংরেজ ছিলেন। দ্বিতীয় নাদিরা, জন্মগত ভাবে মুসলমান ও পাকিস্তানি। তাঁর বর্তমান শ্বাস বা চিন্তা ভাবনা কি, তিনি স্বামীর তীব্র ইসলাম বিরোধিতাকে সমর্থন করেন কিনা, তা আমার জানা নেই।) বৃটেনকে যে তিনি, (নাইপল) ছেড়ে কথা বলেছেন, তা নয়। অক্সফোর্ড সম্বন্ধে তাঁরমন্তব্য আমরা দেখেছি। ইংরেজ সংস্কৃতির বেশ কিছু "আইকন", যেমন ডিকেন্স, ফর্স্টার, জয়েস কেনসেন তিনি আত্রমণ করতে ছাড়েন নি। একে আত্রমণ হবে। ন্যায্য ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা নয়। ফর্স্টার সম্বন্ধে ন াইপলের সাম্প্রতিক মন্তব্য ত' চি ওসভ্যতার নিয়ম অতিত্রম করেছে। সাধারণ ভাবে নাইপলের ধারণা, লেবার দলের প্রভাবে বৃটিশ সমাজ "প্লেবিয়ান", অর্থাৎ ছোটলোক বনে গেছে। তাঁর এ কথা উচচবিত্ত ও রক্ষণশীল বৃটিশদের সমর্থন প াবে। এখনকার লেবার দল কতখানি "প্লেবিয়ান", তা নিয়ে অবশ্যই প্রা তোলা যায়।

তবু নাইপলের তুলনামূলক পক্ষপাত তাঁর "অ্যাডপটেড" মাতৃভূমির প্রতি। তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু জন্মভূমি ত্রিনিদাদ সম্বন্ধেতাঁর মনোভাব কি? তাঁর বাবা যত দিন বেঁচেছিলেন, মনে হয় ক্যারিবিয়ান দেশের সঙ্গে নাইপলের এক ধরনের আ ত্মিক যোগ বজায় ছিল। প্রকাশিত পত্রগুচ্ছে পিতাপুত্রের মধ্যে মানসিক ঘনিষ্ঠতা, সাহিত্যিক ব্যাপারে সহমর্মিতা ফুটে ওঠে। পরে এই যোগাযোগ কেবল স্বাভাবিক ভাবে শিথিল হয়ে এসেছে, তাই নয়। নাইপল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে নির্মম হাতে সব যোগসূত্র ছিন্ন করেছেন। অন্তত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সম্বন্ধে তাঁর বত্তব্য শুনলে তাই মনে হয়। অনেকের মত, A House for Mr. Biswas এর নায়ক — আর এটাই নিঃসন্দেহে নাইপলের শ্রেষ্ঠ রচনা — তাঁর মনে কোনো গোপন অপরাধবোধ ছিল কি না! ১৯৮৪ সালে তিনি ত্রিনিদাদ মাটিতে আবার পদার্পণ করেছিলেন, নিজের সহোদরা বোনের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে। তাঁর সে সময়কার অভিজ্ঞতার মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায় The Enigma of Arrival নামক বইয়ে। যেখ ানে ইংল্যান্ডের পটভূমিকা আর ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান স্মৃতির মধ্যে টানাপোড়েন লক্ষণীয়।

তবে সাধারণ ভাবে নাইপল নিজের জন্মভূমি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সহানুভূতিশীল নয়। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মুহূর্তে তিনি "স্বদেশ" বৃটেন ও পূর্বপুষদের ভূমি ভারতের কথা তাও বলেছেন। ত্রিনিদাদ বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের উল্লেখ নেই। থ াকবেই বা কেন? নাইপল লিখেছেন।

I knew Trinidad to be unimportant, uncreative, cynical …….. (with)…. as indifferent to virtue as well as vice.

The Mimic Men উপন্যাসে বিষয়বস্তু ত্রিনিদাদের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশেষত রাজনৈতিক নেতারা। কি অর্থে এরা "মিমিক" বা নকল মানুষ? তারা কি মানবেতর জীব, যারা মানুষকে নকল করছে? না কি প্রাত্তন উপনিবেশের আধ খ্যাঁচড় া শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা বৃটিশ রাজনীতিকে , ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলকে অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত? উপন্যাসটি যে শত্তিশালী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সমাজ ও রাজনীতির যে ছবি এখানে ফুটে ওঠে, তা গভীর হতাশা ছাড়া কিছুর ইঙ্গিত দেয় না। নাইপল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সাহিত্যের অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা পর্যন্ত অস্বীকার

করতেন। একবার যখন তিনি ভারত সফর করছিলেন, দিল্লিতে দেখা হয়েছিল প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মীনাক্ষী মুখার্জীর সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে মীনাক্ষী জানালেন, তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সাহিত্য পড়ান। নাইপল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সাহিত্য মানে সোনার পাথর বাটি। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সাহিত্যিক কোথায়। "কেন, আপনি।" নাইপল উত্তর দিলেন, তিনি নিজেকে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সাহিত্যিক বলে মনে করেন না।

ভারত সম্বন্ধে, আমরা দেখেছি, নাইপলের মনোভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্তনশীল। তাঁর প্রথম দিকের রচনা পড়ে অনেকে তাঁকে তুলনা করেছিলেন নীরদ চৌধুরী এমন কি মিস মেয়োর সঙ্গে। ভারতীয় "বাদামী সাহেব" রাও যেন অনুকরণকারী, "মিমিক" মানুষ। তারা হয়ত ইংরিজি জানে, কিন্তু যামিনী রায়ের ছবি পিকাসোর পাশে রাখতে দ্বিধা করে না। আর ভারতীয় দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা, বোম্বাইয়ের বিস্তীর্ণ বস্তি ইত্যাদি নিয়ে ক্ষোভ প্রত্যাশিত। যেমন প্রত্যাশিত কলকাতা ও বামপন্থা নিয়ে অ্যালার্জি। কিন্তু নাইপল যেন ইদানিং ভারত নামক অন্ধকার এলাকাটিতে কিছু আলো আবিষ্কার করেছেন। কিছুটা উন্নতি না কি হয়েছে। আর তার জন্য খানিকটা দায়ী নাইপল নিজে। তাঁর সমালোচনার প্রভাব। আর যাই হোক, নাইপলের দোষের মধ্যে অত্যধিক বিনয় পড়ে না।

নাইপল ভারতকে আর একটু ইতিবাচক ভাবে দেখছেন, এটা ভাল কথা। কিন্তু উন্নতির যে কারণ দেখিয়েছেন, তা খুব আশা জাগায় না। হিন্দুত্ববাদীদের লেখা ইতিহাসে দেখি, এ দেশে তথাকথিত হিন্দু আমল স্বর্ণ যুগ। মুসলমান "আক্রমণে"র পর থেকেই অবনতির সূচনা। নাইপলের বক্তব্য অনেকটা সেই রকম। এখন না কি ভারতীয়রা অর্থাৎ হিন্দুরা, এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস নাইপলের দৃষ্টিতে আলোর নিশানা।

এ প্রসঙ্গ আমাদের নিয়ে আসে নাইপল সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় বিতর্কের কথায়। তাঁর প্রবল ইসলাম বিরোধিতার কথা সুবিদিত এবং গোড়াতেই বলা হয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের পর, আমরা দেখেছি, ইসলাম বনাম খৃষ্টান সংঘর্ষের নতুন ছক কষা হয়েছে। Samuel Huntington এর বিখ্যাত Clash of civilization মার্কা তত্ত্ব তার এক উদাহরণ। "কালো মঙ্গলবার" ও আফগান যুদ্ধ তার চরম পরিণতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাইপলের দু'টি বই,Among the Believers : An Islamic Journey •1981— Ý Beyond Belief : Islamic Excursions among the Converted People (১৯৯৮) বিশেষ ভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। নাইপলের মতে, কোনো দেশই গোড়া থেকে মুসলমান ছিল না। ইসলাম ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরিত করেছিল। তারপর তাদের পুরানো ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার সব রকম চেষ্টা করেছে। যে সব মুসলমান দেশ সম্বন্ধে নাইপলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, ইন্দোনেশিয়া তার মধ্যে পড়ে। সেখানে কিন্তু প্রাক্ ইসলামিক সভ্যতার স্মৃতি যথেষ্ট বজায় আছে। এখনো অনেক নাম সংস্কৃত ঘেঁষা। রামায়ণ মহাভারত ভিত্তিক নৃত্যনাট্য হয়। জাতীয় এয়ারলাইনের নাম গড়, যা কিনা অন্যতম হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর বাহন।

বলা বাহুল্য, নাইপল বিরোধীদের সংখ্যাও কম নয়। ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়। এটাই চিরন্তন নিয়ম। অনেকে তাঁকে তুলনা করেছেন বৃটিশ-পোলিশ লেখক কনরাডের সাথে। কনরাডের এক বিখ্যাত আফ্রিকা সংক্রান্ত উপন্যাস, The Heart of Darkness উপনিবেশবাদের আমলে আফ্রিকার নামকরণ হয়েছিল, অন্ধকার মহাদেশ। কনরাড দেখিয়েছেন, এই অন্ধকার ক্ষেত্র বিশেষ সাদা মানুষকেও গ্রাস করতে পারে। এটাই ট্রাজেডি। নাইপলের An Area of Darkness এর মধ্যে দেখা গেছে এই জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতিধ্বনি। আফ্রিকার কোনো ভবিষ্যত নেই, এমন কথাও তিনি বলেছেন।

এডওয়ার্ড সাইদের মন্তব্য ঃ

In the post-colonial world he's marked as a purveyor of stereotypes and disgust for the world that produced him-although that doesn't exclude people thinking he's a gifted writer.

(was) considered a master novelist and an important witness to the disintegration and hypocrisy of the Third World.

ডেরেক ওয়ালকট নাইপলের মতই নোবেল প্রাইজ পাওয়া এক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান লেখক। অবশ্য দু'জনের মধ্যে আর কোনো মিল নেই। ওয়ালকট নাইপলের নামকরণ করেছিলেন "নাইটফল!" অর্থাৎ যে অন্ধকার নাইপল ভারত, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে দেখছেন, তিনি নিজেই তার প্রতিমূর্তি। নাইপলের অনন্য প্রতিভা স্বীকার করেও (সেটা অস্বীকার করা অসম্ভব), বিশেষত ইংরিজি পদ্য রচনায় তাঁর দক্ষতা মেনে নিয়েও ওয়ালকট নাইপলের রচনাকে বলেছেন

Scarred by scrofula and a repulsion towards Negroes.

আর এক ক্যারিবিয়ান সাহিত্যিক আইভান ভ্যান সের্তিমা নাইপল সম্বন্ধে বলেছেন,

His brilliancy of wit I do not deny but, in my opinion, he has been overrated by English critics whose sensibilities he iridiously flatters by his stock-in-trade self-contempt.

অন্যতম নাইজিরিয়ান লেখক ওলে সয়নিকা নাইপলকে অভিহিত করেছেন এক "marvelously Establishment figure"

পল তোরা একদা নাইপলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত শিষ্য ছিলেন। ক্রমে গুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই পরিবর্তিত মনোভাবের ফসল, Sir Vidia's Shadow নামক বই। এখানে অবশ্য প্রধানত "স্যার বিদিয়া"র ব্যক্তিগত দোষত্রুটির কথা বলা হয়েছে। তবে তিনি যে আফ্রিকা ও স্বদেশ ত্রিনিদাদকে ("ওখানে কিছু তৈরি হয় না") বলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তাও আমরা জানতে পারি। একবার না কি নাইপলকে এক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিচারক করা হয়েছিল। লেখকরা সবাই আফ্রিকান। নাইপল কারোকে প্রথম পুরস্কার দিতে রাজি হলেন না, কারণ কেউই তার যোগ্য নয়। তাঁর মতে, আফ্রিকান সাহিত্য বলে কিছু নেই। এ সব প্রতিযোগিতার মত আদিখ্যেতা অনাবশ্যক ভাবে তথাকথিত আফ্রিকান লেখকদের অহমিকা বাড়ায়।

আরো অনেক উদাহরণ, উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার দরকার নেই। নাইপল কেন্দ্রিক বিতর্ক ও উত্তাল আলোচনার রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য নাইপলের দিক থেকেও হয়ত কিছু বলার আছে। তিনি বলতে পারেন, তাঁর আঁকা সমাজচিত্রঅনুজ্জ্বল হলেও বাস্তবানুগ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমাজ বা উত্তর স্বাধীনতা সংসদীয় রাজনীতির এই সত্যিকারের চেহারা। (বিপ্লবীরাজনীতির প্রতিও তাঁর সহানুভূতি নেই The Guerrillas নামক উপন্যাস তার প্রমাণ।) সমাজের দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া একজন লেখকের অধিকারের অঙ্গ। দায়িত্বও বটে। ঠিকই তিনি মাঝে মাঝে "ক্যারিকেচারের", অতি কথনের কমিক পথ ধরেছেন। কিন্তু সেটাও শিল্প সাহিত্যের একটি স্বীকৃত রীতি। যুদ্ধের সময় হিটলারের গোঁফকে ছবিতে ডবল সাইজের দেখানোর মত। ডিকেন্স, থ্যাকারে, বালজাক প্রমুখ অনেক ধ্রুপদী সাহিত্যিক এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এ জাতীয় যুক্তির উত্তরে ইন্ডো-অ্যাংলিয়ান কবি নিসিম এজেকিয়েলের উত্তর তুলে ধরা যায়।

Criticism must attack, even denounce, but it must not deny human beings their humanity …… In An Area of Darkness Mr. Naipaul comes dangerously close to doing that.

মিস মেয়োর বিকৃত ভারত নিন্দার মধ্যেও দু'এক ফোঁটা সত্য ছিল না, তা নয়। তবে তিনি ভারতীয়দের মানুষ হিসাবে

দেখেন নি। সে কথা নাইপলের বিষয়েও বলা চলে, শেষের দিকে উগ্র হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর প্রীতি বাদ দিলে, ক্যারিবিয়ান ও আফ্রিকানদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী একই রকম।

কাকতলীয় হোক বা না হোক, জন মানসে নাইপলের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি, "কালো মঙ্গলবার" আর আফগান যুদ্ধ একত্রে বাঁধা মনে হবে, বিনি সুতোর মালার মত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com